Planning & Design: Ad Empire

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০০৪ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে পুলিশ সদস্যদের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র প্রতিরোধ জাতি শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করে। নাগরিকবৃন্দের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা এবং সামাজিক শৃংখলা নিশ্চিতকল্পে পুলিশের কার্যকর ভূমিকা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একান্ত কাম্য। সততা, সাহস ও নিরপেক্ষতার সংগে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পুলিশ প্রমাণ করতে পারে, তারা জনগণের প্রকৃত সেবক। এ লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্য নিষ্ঠার সংগে এগিয়ে আসবেন, এটাই আমার প্রত্যাশা।

আমি পুলিশ সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য ও বাংলাদেশ পুলিশের অব্যাহত অগ্রগতি কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ' ২০০৪ উদযাপনের প্রাক মুহূর্তে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের গৌরবগাঁথা এদেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে নয়মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধে পুলিশের যে সকল সদস্য অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করে আত্মত্যাগ করেছেন, গভীর শ্রদ্ধাভরে আজ আমি তাঁদের স্মরণ করছি।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই, আর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশের আভ্যন্তরীন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে পুলিশ আইনের শাসন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে। পুলিশ ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, নিরপেক্ষভাবে ও দৃঢ়চিত্তে আইন প্রয়োগ করলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জনমনে ন্যায়বোধ ও নিরাপত্তাবোধ প্রবলতর হয়ে উঠতে পারে। ফলশ্রুতিতে, সমাজে অপরাধ বিরোধী একটি জনমত গড়ে উঠবে। ফলে, অপরাধ দমনে পুলিশের সহায়তায় জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে এবং পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক হবে আরও নিবিড়, ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ যা আমাদের সকলের কাম্য।

টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসসহ সমাজে সংঘটিত জঘন্য অপরাধ নির্মূলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা পুলিশ প্রশাসন এই মুহূর্তে গ্রহণ করুক, এটাই আজ জনগণের প্রত্যাশা। জনগণের এ আকাঙ্খা পূরণে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্য দেশপ্রেম, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দীপ্ত পদক্ষেপে আগামী দিনগুলোতে এগিয়ে আসবেন, এমনটিই আমি আশা করি।

পুলিশ সপ্তাহ' ২০০৪ সাফল্যমন্ডিত হোক এবং বাংলাদেশ পুলিশ একটি আধুনিক কল্যাণমুখী ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠুক, আমি এ কামনা করছি।

20.12.03

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ)
আলতাফ হোসেন চৌধুরী

সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ' ২০০৪ উদযাপন-লগ্নে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে গিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ অতুলনীয় বীরত্ব, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে মহান দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে চিরদিন।

একবিংশ শতাব্দীতে অনেক কিছুই দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে নতুন মাত্রায় আবির্ভূত হচ্ছে, অপরাধের ক্ষেত্রেও যোগ হয়েছে নতুন, নতুন অপরাধ ও নতুন কৌশল। অপরাধীরা এখন আরও সংঘবদ্ধ ও কৌশলপরায়ণ। দ্রুত পরিবর্তনকারী বিশ্বায়নের যুগে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য চাই আধুনিক ও গতিশীল একটি পুলিশ বাহিনী। যুগোপযোগী আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্তমান পুলিশ বাহিনীকে এমনভাবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করতে হবে যাতে তারা বিশ্বায়নের যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা বিধান ও অপরাধীদের সনাক্ত করে বিচারের জন্য সোপর্দ করা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা ব্যতীত এ সকল পুলিশী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা দুরূহ তো বটেই, এমন কি দুঃসাধ্যও। কর্মক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সেবাধর্মী মনোভাবের প্রতিফলনের দ্বারাই পুলিশ জনগণের আস্থা দ্রুত অর্জন করতে সক্ষম হবে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশের কার্যক্রমকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসেবে দেখা হয়। জনকল্যাণ ও সুশাসন, রাষ্ট্রের এই মৌলিক উদ্দেশ্য দু'টি বাস্তবায়নে পুলিশের ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ পুলিশ সুশাসন ও জনকল্যাণকামী একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে, আজকের দিনে আমি কায়মনোবাক্যে এমনটিই প্রত্যাশা করি।

আমি পুলিশ সপ্তাহ' ২০০৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

OUR POLICE AND THE TRUST FACTOR

Mohammad Nurul Huda
Former IGP and Secretary to Govt.

The public do not trust the police although they have to depend on them. Even if the public start trusting the police, the law does not. This puts the police in a unique predicament. The mistrust between police and the public is a historical creation. Laws which govern the police were created to raise the trust of the people in British Empire so that the colonial occupation may continue forever. When the police were organised, they were given a low status, a low salary, but more fetters so that they could not really serve the people but only the masters who were ruling the people. This background has to be understood clearly while studying the evolution of police in our country. There is a consensus that the police has been misused and abused leading to the decline in the rule of law and thereby increasing distrust in police performance.

One would not be unrealistic to deem that trust begets responsibility and distrust begets irresponsibility. At present the rank of police constables have good number of graduates and the higher appointments are made on the basis of police officers, all will become corrupt and unscrupulous. In fact, greater statutory trust, effective departmental supervision and independent judicial control will help in the removal of such evil traditions that still persist in improving the quality of service.

Present profile

The politician knows that the police could be trusted; otherwise he will not be moving around with gunmen, guards and security cover. The public know that the police has to be relied upon; otherwise the police stations would have closed down long ago. Conscientious policemen believe that they could be trusted from the way they sacrifice their lives in public interest. Then who is not trusting police? It is the law of country made by the British 143 years ago; the courts hand down the verdict after interpreting this law. What is the remedy then to increase the trust under the law? The answer is to restructure the law which will, hopefully, raise the standards of police professionalism and give them an opportunity to improve their performance. The laws of crime, evidence and procedure dating back to mid-nineteenth century and designed to serve the colonial interests of an imperial power still govern the day-to-day functioning of our police force. The question is: can a colonialist police meet the needs of a free society in a flux? It would not be an exageration to say that most efforts at reform have met with increasing resistance from the entrenched privileged classes in politics and the so-called civil service. Our society looks at and treats a policeman with revulsion and contempt little realising that there is no such thing as 'scientific investigation' and 'clean interrogation' under a legal system where the guardians of law are not even recognised as such.

Trainer's views and the legal position

The Criminal Procedure Code and the Evidence Act look upon police officers with distrust which lowers their morale, reduces their efficiency and affect their character. The considered view is that the public can not be expected to trust the police when the law of the land does not do so. This district of the police is not only widely known but also manifests itself everyday in courts throughout the country. It is thus not unusual to see police officers resorting to padding of evidence and other dubious methods partly because what they do and what they say are invariably looked upon with suspicion. The question is how can the police function if they are not trusted?

In our country the law maintains that statements of witness recorded by the police need not be signed by them. Confessions made before a police officer are not admissible in evidence. Even when the fact of recovery of a crime weapon becomes admissible, any self-incriminating statement of the accused will render it suspect before the court and a conviction can be sustained only on independent evidence of witnesses. For example, if the police officer is the only witness in a crime like murder, rape or robbery, a conviction can not be sustained merely on his evidence.

Is it an anomaly, therefore, that the police wear uniforms, parade themselves as the representatives of the state and symbol of law and use their powers to maintain order in society? They are also trusted to safeguard the lives of VVIPs. Citizens go to police stations to lodge complaints on the trust that the police will protect them. In 'police week' every year a long list of police martyrs who have laid down their lives for the safety and the security of the people are read out and homage is paid to the departed heroes. Despite all these the law says that the police can not be trusted.

Time for action

The increasing violence, the changing patterns of crime, more sophistication of weapons used in crime and the general atmosphere of insecurity demand a review of the provisions of law to empower the police for effectively dealing with lawless activities. We have to (a) free the police from the clutches of extraneous forces (b) make the police accountable to people and law (c) improve police credibility by reposing more trust in his depositions at least at the Assistant Superintendent level (d) raise his status to make him trustworthy in the eyes of the citizen (e) regulate police behaviour through internal controls and external supervision through an independent agency. The above steps may appear unusual to transform an organisation abruptly from branded unreliables to virtuous people of some description. But there is no alternative left to us. The way character, ethics and morals are lowered; the manner in which educated people flout the law, the helpless way in which the state is witnessing the ordeal of the citizens-- all these compel us to do something drastic. When trust is reposed in police, there will be proper response also to honour the trust. There should be no premonition that the situation will not improve. It will, once police reforms are started.

'A FRIEND IN NEED'

Syed Shahzaman Raj
Assistant Inspector General of Police
Police Headquarters, Dhaka

The police force has been constituted in the independent Bangladesh with a view to safeguarding the security of its people as well as to ensure enforcement of law and thus to uplift social discipline towards greater national interest. The members of the police force are well aware of the above fact and have been performing their assigned duties incessantly without any compromise even if their lives are at stake.

Ours is a poor economy. About eighty percent of the population live below subsistence level. We belong to the highest densely populated land in the world. Resources are limited. The police-public ratio also stands highly unfavourable compared to the neighbouring countries. A good law and order situation is the prerequisite for economic emancipation. Flows of fund continue pouring in a place where it is safe. It is possible only when the laws are enforced, when the criminals are punished. Police, as a prime partner in combating crimes form only a part of the criminal justice system but have to shoulder all responsibilities. The input and facilities provided to the police are not adequate. Each and every member of the force through out the country including Dhaka Metropolitan City work 14-16 hours a day. Owing to poor housing and meagre financial status, sixty percent of the police force have been staying single in their service station leaving their families behind and sharing the same bedstead with their collegues alternately. The enforcers still use the antiquated .303 rifle as their fighting weapon while the criminals encounter with sophisticated AK-47. Very recently two members of the force were critically injured in the process of recovering four AK-47 rifles with huge ammunitions and explosives in a gunfight at Kuril under Badda police Station and are now fighting death in the hospital. All the members of this force are dedicated and they stake their lives to face top terrors and harden criminals with what they have. Many a member has sacrificed his life during clash with the terrorists, they have captured top listed ones and handed them over to the court. In the process, some members are fatally wounded and some remain crippled throughout their life. But in most cases these deeds go uncounted and unsung. On an average 50 police personnel on duty sacrifice their lives in a year which is a testimony to their dedication to duty. In fact, in spite of insufficient logistics and poor working conditions and opportunities, members have proved their intelligence and courage when facing challenges day in and out.

The present police hierarchy is much more dynamic and is very much proactive towards growth of professionalism in the service. Emphasis is being laid to allegiance, discipline, turn out, out-turn of work and above all on pride in his profession. It is definitely a good step forward that finally we have got rid of the century old khaki uniform. We are now wearing a new dress of different colour with different outlook. All these paces, in turn will have a positive impact on the overall improvement of law and order situation throughout the country.

There is nothing unusual to have a few members of police men out of a more than hundred thousand members of its force engaged in wrong doing. The department itself have taken uncompromising stand against the bad hats and has been inflicting heavy departmental punishments against them. Such departmental actions against the dishonest personnel is an ongoing process. Needless to say, that this type of punitive actions are less seen in other civil departments of the country.

Policemen are the citizens of this country and are born and brought up in their beloved land. To utter dismay, sometimes we find exaggerated stories on police in the newspapers. We forget that this may have a negative impact on the morale of the force and in turn the criminals may be encouraged to commit crimes. Unlike the responsibilities exhibited in the neighbouring countries, the role of police in the movies and TV channels are depicted in negative manners in our country. But still, we get pleasure when we see somebody writing good about police. Here are some of those published in 'The Daily Star' dated first December 2003, and fifth December 2003 respectively.

Friends that we never recognised

The day before Eid night my car got stuck up near Nikunja in Uttara and it was almost midnight then. I was desperately looking for help as I was afraid that some unwanted stranger might arrive finding me stranded in the middle of the night with my wife and son.

Out of the blue, three police constables appeared and enquired about my predicament. In no time they assured me of my safety and extended their helping hand. First, they called taxi cab and asked the driver if he could find out the fault in my car. However, the driver could not find the fault. Then the policemen stopped a pick-up truck and asked the driver to tow my car. They managed to get some ropes from the nearby shop and tied my car to the van. When everything got over, it was almost 2:00 in the morning.

I was amazed. I really don't know how to thank them. While I bade them farewell, I whispered to my wife, "Who said police are not people's friends?" My heartfelt thank to those helping policemen and also to the police department.

Humayun Hyder
Uttara, Dhaka

Showing the Right Way

From her looks, I presumed that she was blind. She stood for some time before a traffic policeman went up to her and started a conversation. as soon as the rain had stopped, I saw the policeman hail a local bus and helped the poor blind woman board it. I went up to him and asked if the lady was a relative of the policeman. He replied in the negative. We need such policeman in the force who will be our friend instead of being a tyrant.

Md. Zillur Rahman
MSS Economics, BB Hall, DU

It is quite evident that the attitude of the public towards police is changing slowly in a positive note. Police are our brothers, sisters, poor parents and children. It is quite irrational as when we confute the fact and we blame all the members and hold the entire police force responsible for acts of mischief committed by a few. We believe that every policeman wants to be a friend in need.

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০০৪ উদযাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর এক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীর রয়েছে বিরাট ভূমিকা। পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ অধিকতর নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সাথে তাদের ভূমিকা পালন করবেন- এটাই সকলের প্রত্যাশা। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন- দায়িত্ব পালনে এই মূল লক্ষ্যকে মনে রেখে কাজ করে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের সাধারন মানুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জন করতে হবে। জনগণের সেবায় তাদেরকে আত্মনিবেদিতভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তাহলেই পুলিশ সপ্তাহ পালন সার্থকতা পাবে।

আমি পুলিশ সপ্তাহ -২০০৪ এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া

প্রতিমন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০০৪ এর শুভ সূচনার প্রাক্কালে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দেশের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষাসহ জনজীবনে নিরাপত্তা প্রদানের ব্রতে নিয়োজিত আছে বাংলাদেশ পুলিশ। একটি নিরাপদ বাংলাদেশ নির্মানের প্রত্যয়ে পুলিশ সদস্যগণ মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল, একই লক্ষে প্রতিদিন তারা কঠোর পরিশ্রম ও নীরবে আত্মত্যাগ করে যাচ্ছে। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে পুলিশ বাহিনীর এ মহান আত্মত্যাগকে স্মরণ করছি। একটি সুশৃঙ্খল ও জনগণের সেবায় নিবেদিত প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ দেশ ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সদা সচেষ্ট রয়েছে। জনগণের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে আইনের শাসন, জনজীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তার বাতাবরন তৈরীতে পুলিশ সদস্যদের অধিকতর আত্মনিয়োগ প্রয়োজন।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার সর্বজনবিদিত। বিপুল জনসংখ্যার দেশে অপ্রতুল জনবল ও উপকরণে সজ্জিত পুলিশের সাফল্য, অপরাধ দমনে জনসাধারনের নৈতিক ও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। জনগণের কাঙ্খিত সেবা প্রদানে পুলিশের পাশাপাশি জনসাধারনের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহন, বিদ্যমান আইন ও কাঠামোর বাস্তবানুগ সংস্কার সরকারের অন্যতম প্রাধিকার। একটি নতুন বাস্তবতায় পুলিশ সদস্যগণ সাধারণ জনগণকে নিজেদের কর্মকান্ডে অধিক অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত করার প্রচারণা ও কৌশলে আত্মনিয়োগ করবেন। আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নে পুলিশ সদস্যগণ নিজস্ব মেধা, শ্রম ও উদ্যোগে ব্রতী হবেন এ প্রত্যাশা সকলের।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০০৪ এর সাফল্য কামনা করি।

মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর

ইন্সপেক্টর জেনারেল
বাংলাদেশ পুলিশ
ঢাকা

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ জনজীবনে নিরাপত্তা এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার এক মহান ব্রতে সর্বদা গভীরভাবে নিয়োজিত আছে। জনসাধারণের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের সুরক্ষার মত অতীব গুরুত্বপূর্ণ গৌরবময় কর্মযজ্ঞে উৎকর্ষ সাধনে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। পুলিশ সপ্তাহ ২০০৪ এর শুভলগ্নে বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে সম্মানিত দেশবাসী সহ সকল সহকর্মীকে জানাই শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ সদস্যদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মহিমা স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আমাদের সহকর্মীগণ প্রতিনিয়ত নির্ভীক আত্মত্যাগ করে যাচ্ছেন। তাদের এ গৌরবজনক আত্মদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

গণতান্ত্রিক ও মুক্ত সমাজে জনগণের কাঙ্খিত সেবা প্রদানে পুলিশী উৎকর্ষতা অর্জনে আইন শৃঙ্খলা উন্নয়নে একটি সামষ্টিক উদ্যোগ গ্রহণে পুলিশের পাশাপাশি সহযোগী সংস্থা সমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং বিপুল বেসরকারী বিনিয়োগ একটি মৌলিক ভাবনায় রূপান্তরিত হচ্ছে। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি জনজীবনে শান্তি ও স্বস্তি স্থাপনে আমাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সংশ্লিষ্ট সহযোগী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী খাত এবং জনসাধারণ এগিয়ে আসবেন। একটি নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে দৃঢ় অঙ্গীকার, মেধার উৎকর্ষ এবং নব নব উদ্যোগ নিয়ে পুলিশ কর্মকর্তাগণ আত্মনিয়োগ করবেন এই প্রত্যাশা করি।

একটি হৃদ্য সমাজ গঠনে চাহিদার নিরিখে তৃণমূল পর্যায় থেকে জনগণকে সম্পৃক্ত করে আইনের শাসন বাস্তবায়নের পৃথক কাঠামো গড়ে উঠার বিষয়টি সাম্প্রতিক বিশ্বে সফল পুলিশী ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভিত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আমলে গড়ে উঠা বর্তমান বাংলাদেশ পুলিশের কাঙ্খিত আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজন মৌলিক সংস্কার। জনমানসে প্রতিষ্ঠিত পুলিশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য শত বছরের ঔপনিবেশিক পোষাক পরিবর্তন করে আধুনিক যুগোপযোগী পোষাক বর্তমান সরকারের সহায়তায় সরবরাহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের মত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহ্যবাহী একটি সংগঠনের প্রগতিশীল রূপান্তরের কর্মপরিকল্পনায় আমি সকল সুধীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করি। জনজীবনে নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরীতে অংশীদারী কর্মকান্ডকে উৎসাহিত করাসহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনই হোক আমাদের বলিষ্ঠ অঙ্গীকার।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০০৪ এর সার্বিক সাফল্য এবং বাংলাদেশ পুলিশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

শহুদুল হক

Courtesy : RANGS GROUP